**EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA**
**PUBLIC AFFAIRS SECTION**
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

# আমেরিকা সপ্তাহ সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য

**রাজশাহী, বাংলাদেশ**
**মঙ্গলবার, ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৯**

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। রাজশাহীতে আসতে পেরে ও আমেরিকা সপ্তাহে সাংবাদিকদের অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী গোলাম এম. কাদের এবং যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা'র (ইউএসএআইডি) পরিচালক ডেনিস রলিন্সকে সাথে নিয়ে আমি তিন দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের এই সপ্তাহ উদ্বোধন করলাম। আশা করছি আমাদের এই সব কর্মসূচি আপনাদের মাঝে সাড়া জাগাবে।

এবারের আমেরিকা সপ্তাহের বিষয়বস্তু হলো কম্যুনিটি তথা জনগোষ্ঠী। রাজশাহীর স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিভাবে বাংলাদেশি অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে আমেরিকা সপ্তাহ চলাকালীন দর্শনার্থীরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। দর্শনার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আরো জানতে পারবেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় ব্যবসায়িক জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যবসা, শিক্ষা বা এমনকি অভিবাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে যেতে হবে সে বিষয়েও দর্শনার্থীরা জানতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীরও অংশীদার। জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ পুরো বিশ্বে প্রভাব ফেলে এমন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি। এ বিষয়গুলো রাজশাহীর মানুষ ও রোড আইল্যান্ডের মানুষের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঢাকা ও ডেট্রয়েটের মানুষের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এসব গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।

বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বাংলাদেশের অবদানকে বিশ্ব স্বীকৃতি দেয়। মুসলিম বিশ্বের প্রতি দেয়া কায়রো ভাষণে প্রেসিডেন্ট ওবামা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দিপু মনির সঙ্গে বৈঠকের পর পররাষ্ট্র সচিব হিলারি ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট ওবামার মন্তব্যগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি মন্তব্য করেন, "প্রেসিডেন্ট ওবামা কায়রোতে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন বাংলাদেশ দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লেখ্যপ্রমাণ সম্বলিত এবং একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে সেই প্রতিশ্রুতিকেই বাস্তবে রূপায়ণ করেছে।"

একটি বিষয় আমাকে বিস্মিত করেই চলেছে, আর তা হলো বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সৃজনশীলতা ও দৃঢ়তা যার ফলে তারা নিজেদের সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান নিজেরাই খোঁজার চেষ্টা করে। আমি এই সুন্দর দেশের যেখানেই সফর করেছি, সেখানেই এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এদেশের মহিলা উদ্যোক্তারা, যারা দারিদ্র্যের শেকল থেকে মুক্তি পেতে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার করে থাকেন। তাদের এই অটল সহনশীলতাই তাদেরকে প্রত্যাশা পূরণের দিকে নিয়ে যায়।

গত বছর বাংলাদেশে আসার পর থেকে আমি যথাসম্ভব ঘন ঘন ঢাকার বাইরে যাওয়াটাকে অগ্রাধিকারে পরিণত করেছি। আমি আনন্দিত যে দূতাবাসের কর্মকর্তারাও বাংলাদেশ ও এর জনগণ সম্বন্ধে আরো ভালো ধারণা পাওয়ার জন্য পুরো দেশজুড়ে নিয়মিত সফর করেন।

সংসদে বা সচিবালয়ে কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঢাকার বাইরে কি হচ্ছে তাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। সব নির্বাচনী এলাকার সমষ্টিগত উন্নয়নই হলো বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন। বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার জন্য রাজশাহীকে এগিয়ে যেতে হবে। রাজশাহী তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ পুরো দেশের জন্য উপকারী সৃজনশীল ও নবধারার পরিকল্পনার লালন-পালন করতে পারে। এই আমেরিকা সপ্তাহ রাজশাহীর অনেক অধিবাসীর জন্য সুযোগের দরজা খুলে দিবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ও অংশীদার। আমাদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে এ পর্যন্ত আমরা উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে পাঁচ শ' ৫০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদান করেছি। বাংলাদেশ সহায়তা-চালিত অর্থনীতি থেকে বাণিজ্য-চালিত অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০০৮ সালে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চার শ' ২০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জীবিকা নির্ভর করে। আমরা এই মিত্রতাকে আরো গভীর ও শক্তিশালী করতে চাই এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকার ও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

আমি রাজশাহীর জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আমাদের বন্ধুতা শক্তিশালী করার প্রত্যাশা করি।

==========

***বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত***

**জিআর/২০০৯**